গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি'র বিশেষ প্রকাশনা

তুমি স্বাধীনতা,
তুমিই বাংলাদেশ

বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

শোকাবহ

আগস্ট ২০২২: বিশেষ সংখ্যা

জাতীয় শোক দিবসে নানা কর্মসূচি পালিত

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

বিএইচবিএফসি সদর দফতরে বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নে শ্রদ্ধা নিবেদন

১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবসে বিএইচবিএফসি'র পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচি পালন করা হয়। জাতির পিতার ৪৭-তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন-নেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ নিহত শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নেয় বিএইচবিএফসি। ১ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এসব কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যালয়ে এদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। এরপর সকাল আটটায় কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যদিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অতঃপর সকাল সাড়ে আটটায় বিএইচবিএফসি সদর দফতর মসজিদে কোরআন খতম এবং শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দিনের অপর এক কর্মসূচি হিসেবে বেলা ১১ টায় রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২-নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যদিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সদর দফতরের এসব কর্মসূচিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আফজাল করিম। প্রতিষ্ঠানের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরীসহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মসূচিসমূহে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করেন। বিএইচবিএফসি'র মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস স্থানীয় প্রশাসনের কর্মসূচির সাথে সমন্বয় করে এ দিবসের কর্মসূচি পালন করে। কর্পোরেশনের রিজিওনাল অফিস, গোপালগঞ্জ বিএইচবিএফসি'র পক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

সদর দফতর মসজিদে কোরআন খতম শেষে মোনাজাত

শোকাবহ আগস্টের কর্মসূচি পরিপালন ঃ কালো ব্যাজ ধারণ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

১ আগস্ট, ২০২২ শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭-তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস-২০২২' পালন উপলক্ষ্যে বিএইচবিএফসি গৃহীত নানাবিধ কর্মসূচি পরিপালন শুরু করা হয়। অফিস শুরুর পূর্বেই একযোগে প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যালয়ে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি ব্যানার টাঙানো হয়। অতঃপর দিবসের দ্বিতীয় কর্মসূচী হিসেবে বেলা সাড়ে দশটায় সদর দফতরে কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন নির্বাহীসহ সকলে একযোগে শোকের প্রতীক কালো ব্যাজ ধারণ করেন। কর্পোরেশনের মাঠপর্যায়ের সকল অফিসও একই সময়ে কালো ব্যাজ ধারণের এ কর্মসূচী পালন করে। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আফজাল করিমের নেতৃত্বে সদর দফতর বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নে জাতির পিতার প্রতিকৃতির সামনে সমবেত হয়ে কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরী, সকল মহাব্যবস্থাপকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অফিসার কল্যাণ সমিতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গমাতা পরিষদ এবং সিবিএ, বিএইচবিএফসি শাখার প্রতিনিধিগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন। কালো ব্যাজ ধারণের পর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শোকাবহ আগস্ট এবং জাতীয় শোক দিবস বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। দিনের তৃতীয় কর্মসূচী হিসেবে প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান বিএইচবিএফসি বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নে বঙ্গবন্ধু, তাঁর জীবন ও কর্ম এবং ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাযজ্ঞ বিষয়ে নির্মিত বিভিন্ন অডিও ও ভিডিও ক্লিপের মাসব্যাপী প্রচার কার্যক্রমের সূচনা করেন।

এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচি

মানিকগঞ্জ-এ খাবার বিতরণ

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭-তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে বিএইচবিএফসি'র নানাবিধ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গত ২৩ আগস্ট ভিন্ন ২টি সরকারি শিশু পরিবারে এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের মাঝে উন্নত মানের দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়। শিশু পরিবার দুটি হলো: মানিকগঞ্জ সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) এবং সরকারি শিশু পরিবার (বালক), বেলাবো, নরসিংদী।

কর্পোরেশনের অডিট মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ তোফায়েল আহমদ নরসিংদী এবং আদায়, মার্কেটিং ও প্রকৌশল মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ খাইরুল ইসলাম মানিকগঞ্জ শিশু পরিবারে উপস্থিত থেকে খাবার বিতরণ কর্মসূচীর পরিপালন প্রত্যক্ষ করেন। বেলাবো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এমএ কাসেম এসময় প্রথমোক্ত শিশু পরিবারে এবং জেলার সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা মানিকগঞ্জের কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদীর বেলাবোতে খাবার বিতরণ

শোক দিবসের কর্মসূচী বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৮ আগস্ট, সোমবার অপরাহ্নে বিএইচবিএফসি সদর দফতরস্থ পর্ষদ সভাকক্ষে জাতীয় শোক দিবস, ২০২২ পালন উপলক্ষ্যে গহীত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার্থে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আফজাল করিম মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরীসহ উপমহাব্যবস্থাপক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের সকল নির্বাহী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অফিসার কল্যাণ সমিতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গমাতা পরিষদ এবং কর্মচারী ইউনিয়ন, বিএইচবিএফসি শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনসহ তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এরপর জাতির পিতার ৪৭-তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে কর্পোরেশন গৃহীত মোট ২১টি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়ন প্রস্তুতি ও অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপস্থিত সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আলোচনায় কর্মসূচী পরিপালন বিষয়ে নানা বিষয় উঠে আসে। সকলের বক্তব্য শ্রবণান্তে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এযাবৎ বাস্তবায়িত কর্মসূচী বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশের পাশাপাশি বাস্তবায়িতব্য কর্মসূচীসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর নেতৃত্বে বৃক্ষরোপন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পরিপালন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৭-তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস-২০২২'-এ বিএইচবিএফসি নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করত: বাস্তবায়ন করেছে। এরই অংশ হিসেবে গত ১৯ আগস্ট, শুক্রবার এক বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পরিপালন করা হয়। রাজধানীর উত্তরাস্থ হাউজ বিল্ডিং স্টাফ কোয়ার্টার ও বিএইচবিএফসি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে নানা জাতের বৃক্ষের চারা রোপনের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আফজাল করিম-এঁর নেতৃত্ব কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৃক্ষের চারা রোপন করা হয়। বেলা ১০টায় শুরু হওয়া কর্মসূচীতে কর্পোরেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরী, বিভিন্ন মহাবিভাগের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, উপমহাব্যবস্থাপকগণ, সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্টাফ কোয়ার্টারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এ্যালোটি এ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত, জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচীর আওতায় বিএইচবিএফসি'র মাঠপর্যায়ের প্রতিটি অফিসই নিজস্ব অফিস কম্পাউন্ড এবং স্ব-স্ব এলাকার একেকটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে অনুরূপ বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন করে।

শোক দিবসের ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৭-তম শাহাদাৎ বার্ষিকী-২০২২ উপলক্ষ্যে 'জাতীয় শোক দিবসের' অন্যতম কর্মসূচী হিসেবে বিএইচবিএফসি গত ১৬ আগস্ট এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। **'ইতিহাসের নির্মম ট্রাজেডির দিন ১৫ আগস্ট'** শীর্ষক এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ও অন্যতম আলোচক ছিলেন বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পর্ষদের অন্যতম পরিচালক জনাব মোঃ আফজাল করিম এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চার সদস্য যথাক্রমে জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল, প্রফেসর ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী, ড. নাছিমা আকতার ও জনাব তপন কুমার ঘোষ। কর্পোরেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরী, সকল মহাব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপকসহ প্রতিষ্ঠানের সারা দেশের সকল কার্যালয়ের সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সভায় সংযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও, কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শুভানুধ্যায়ী এবং অংশীজন আলোচনা সভায় সংযুক্ত ছিলেন।

কর্মচারী ইউনিয়ন, বঙ্গমাতা পরিষদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং অফিসার কল্যাণ সমিতি, বিএইচবিএফসি শাখার নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু হয়। এরপর শাখা, রিজিওনাল ও জোনাল ম্যানেজার, উপমহাব্যবস্থাপক এবং মহাব্যবস্থাপকবৃন্দের পক্ষ থেকে বক্তারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন। এরপর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরী ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এর নির্মম ট্রাজেডি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি পর্যায়ে জনাব তপন কুমার ঘোষ, প্রফেসর ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী এবং জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল বঙ্গবন্ধু, তাঁর জীবন ও কর্ম, নির্মম ১৫ আগস্টের ট্রাজেডি এবং এ ট্রাজেডি পরবর্তী বাংলাদেশ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. মোঃ সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব, তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা, তাঁর বিশ্বনেতা হয়ে ওঠার গল্প, তাঁর দর্শন ও আদর্শ বিষয়ে আলোচনা করে তাঁর কৃতিত্ব তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনের প্রচেষ্টা-ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সকলকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গঠনে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানান। সবশেষে, সভার সভাপতির বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্ট নিহত সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ দিবসের প্রত্যয়কে মনে প্রাণে ধারণ করে জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহবান জানান।

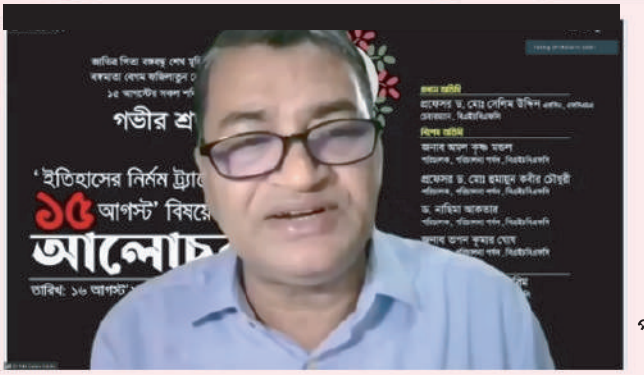

প্রফেসর ড. মোঃ সেলিম উদ্দিন
এফসিএ, এফসিএমএ
চেয়ারম্যান
পরিচালনা পর্ষদ

জনাব মোঃ আফজাল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বিএইচবিএফসি

জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল
পরিচালক
পরিচালনা পর্ষদ

প্রফেসর ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী
পরিচালক
পরিচালনা পর্ষদ

জনাব তপন কুমার ঘোষ
পরিচালক
পরিচালনা পর্ষদ

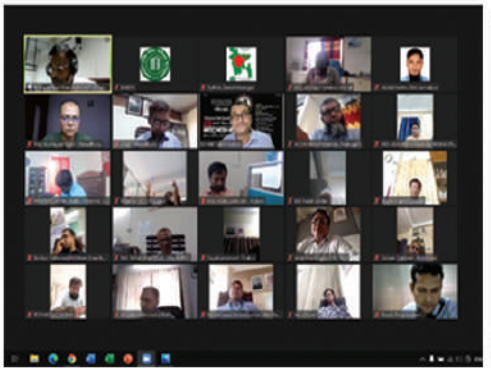

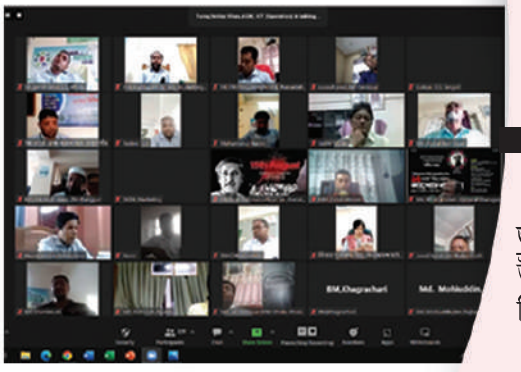

জনাব অরুন কুমার চৌধুরী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
বিএইচবিএফসি

শোকাবহ আগস্ট

পারভীন আকতার
মহাব্যবস্থাপক, মহাবিভাগ (হিসাব ও অর্থ)

আগস্ট, ১৯৪৫
দুঃস্বপ্নের হিরোশিমা আর নাগাসাকি
মানবতার নির্মম লঙ্ঘন
হতবিহ্বল জাপান, নির্বাক বিশ্ববাসী।

আগস্ট, ১৯৭৫
বর্বরতায় বধ্যভূমি ধানমন্ডি-৩২
রক্তাক্ত নিষ্পাপ শিশু, জাতির পিতা।
পরাজিত শত্রুর নির্লজ্জ হাসি।

ওহ্, আগস্ট!
বুকে চেপে থাকা ভারী পাথর-শোক
স্তব্ধ ঘড়ির কাঁটা, নদীর চঞ্চলতা
নিশ্চুপ ভোরের পাখি, জলমগ্ন নির্বাক চোখ।

১৫ আগস্ট: বঙ্গবন্ধুর প্রয়াণ দিবস

মো. বদিউজ্জামান
উপমহাব্যবস্থাপক, মার্কেটিং এন্ড ডেভে. বিভাগ

মৃত্যুর ভয়ে নিয়ত মৃত্যু নয়
অকুতোভয় বীর-জন যাঁরা
যুগে যুগে জিতেছেন মৃত্যুভয়।
বীর বাঙালীর বীরোত্তম নেতা তুমি
ভালবেসে জনতা জন্মভূমি
সদর্প সাহসে হয়েছ মৃত্যুঞ্জয়।

প্রতিটি বাঙালীর জাগ্রত প্রাণে
এদেশের ইতিহাস-গল্প-কবিতা গানে
চিরভাস্বর তুমি হে কীর্তিমান।
পিতার প্রশ্নে জাতি দ্বিধাহীন
বিস্মৃত হবে না সে কোন দিন
জয় বাংলা; জয় বঙ্গবন্ধু শ্লোগান।

কালজয়ী একটি নামঃ শেখ মুজিবুর রহমান

মোঃ আবু সাইদ

বাঙালি ও বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কালজয়ী একটি নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্ববাঙালির গর্ব-মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানব, তিনি নিজের তারুণ্য দীপ্ত যৌবনের দীর্ঘ ২৪টি বছর আন্দোলন সংগ্রাম এবং সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতির জন্য এনে দিয়েছিলেন একটি মানচিত্র, একটি লাল সবুজের পতাকা; একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। যিনি বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়িয়ে বাঙালির কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন পরাধীনতার শিকল ভাঙার মন্ত্র। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ এর মহান ভাষা আন্দোলন, ৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট, ১৯৫৮ এর আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬'র ৬ দফা, ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচনে জয়ের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছিলেন।

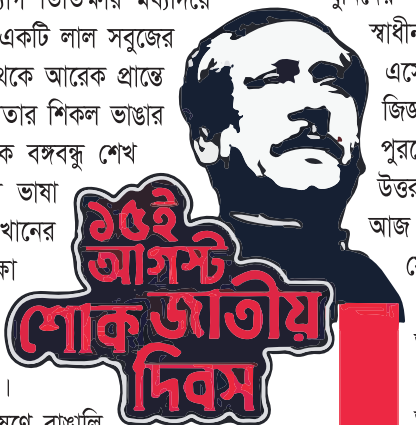

১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের কালজয়ী তাঁর ভাষণে বাঙালি সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ত্রিশ লক্ষ শহীদ আর দুই লক্ষ মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বপ্নের স্বাধীনতা। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তর করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালি তথা বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে ঘটে যায় এক জঘন্যতম ট্রাজেডি। বেইমান বিশ্বাসঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে সেদিন বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যারা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তারা কি এদেশের সন্তান দাবি করতে পারে? নাকি পাকিস্তানের এজেন্ট? যারা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সঙ্গে আঁতাত করে রাজনীতি করে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে তারা কি স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক? আজকে এই বিষয়টি উপলব্ধির সময় এসেছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কোটি মানুষের কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাসা, যদি বঙ্গবন্ধুর হত্যার প্রতিশোধ নিতে হয় তাহলে তাঁর স্বপ্ন পুরণের মাধ্যমেই সত্যিকারের প্রতিশোধ সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তারই যোগ্য সন্তান নন্দিত নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আজ বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে যে লড়াই সংগ্রাম করছেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়াই হবে বঙ্গবন্ধুর হত্যার সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ। জননেত্রী শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম আর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে তাই আমাদেরকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। আসুন, আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে বুকে লালন করি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে যার যার অবস্থান থেকে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করি। পরিশেষে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, ছোট্ট রাসেলসহ পরিবারের সকল শহীদের প্রতি সতত বিনম্র শ্রদ্ধা।

লেখক: সিনিয়র অফিসার, খরিদাবাড়ি ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গমাতা পরিষদ, বিএইচবিএফসি শাখা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

মো: তারেক ইমতিয়াজ খান

বাংলার স্বাধীনতার কবি। নিজস্ব মানচিত্র আর ভূ-খন্ডের মানস স্বপ্ন কবি। যে কবি গতানুগতিক কবি-সাহিত্যিকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বিশ্বমানচিত্রে রচনা করেছেন ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ নামক একটি কবিতা। আজ যা প্রায় ১৬ কোটি মানুষের এক মৌলিক পরিচয়। তিনি শুধু একজন স্বতন্ত্র চরিত্রের ব্যক্তিত্বই ছিলেন না, ছিলেন একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান। একাধারে বিদ্রোহী, অন্যায়ের সাথে আপোষহীন, স্বপ্নে ঠাসা একজন মানুষ, একজন স্থপতি, একটি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা। যে কবি শুনিয়েছেন তাঁর সেই বজ্রকণ্ঠবাণী, গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে তারঁ অমর কবিতাখানি। "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগাম স্বাধীনতার সংগাম"। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কথা বলছি।

তিনি আত্মত্যাগী একজন মানুষ, সাহসী ও অপরিসীম বীরত্বের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসও বলা যায় নির্দ্বিধায়। অন্যায়কারী শাসকগোষ্ঠী: অত্যাচারী পাকিস্তানিরা যেখানে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে সাহস পায়নি বরং নির্লোভ এই মানুষটিকে সর্বোত চেষ্টা করেছে, তাদের পক্ষে নেয়ার জন্য। অপরিমেয় অত্যাচার সহ্য করে, জীবনের সবচেয়ে রঙ্গিন সময়: তরুণ বয়সের বেশির ভাগ সময়েই জেলে কাটিয়েছিলেন, তিনি এ দেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার রক্ষার আন্দোলনে। তিনি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠকে। এই মহান মানুষটির হত্যাকান্ডে জড়িত ও চক্রান্তকারীদের, এ জাতি ক্ষমা করবে না কোনদিন। ইতিহাস কুচক্রী এসব নরঘাতকদের সীমাহীন ঘৃণার সাথে মনে রাখবে। ঘাতকেরা সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি দেশকে নেতৃত্ব শূন্য করে, একে একে কেঁড়ে নিয়েছিল বাঙালীর স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। এই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মহাপ্রয়াণ দিবস ১৫ আগস্ট' ২২-এ বিনয়ী ও নিঃস্বার্থ মানুষটিকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। আমিন। ছুম্মা আমিন।

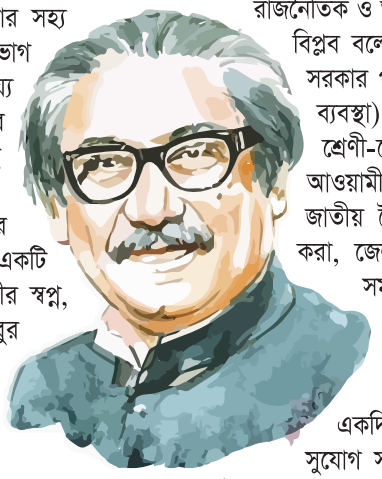

১৯৭১-১৯৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে চলে ছদ্মবেশী বিপক্ষ শক্তির তাণ্ডব ও গোয়েবলসীয় অপপ্রপচার। স্বার্থান্বেষী চক্রের অনেকেই আজকে বিএনপি-জামাতসহ বিভিন্ন দলের সমর্থক, অথচ এদের অপকর্মের দায়ভার আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর ওপর চাপানো হয়েছে। খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাহেরুদ্দিন ঠাকুর, মাহবুবুল আলম চাষী, শাহ মোয়াজ্জেমসহ অনেকেই আছেন এই ছদ্ম আওয়ামী লীগারের তালিকায় যারা দেশের জন্য কিছুই করেননি।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে গোয়েবলসীয় মিথ্যা প্রচারণার অন্যতম হিসেবে বাকশালের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ একাই রাজত্ব চালাবে এবং একনায়কতন্ত্র বা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বলে অভিযোগ ছিলো। কিন্তু ইতিহাসের বক্তব্য ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক লীগ (বাকশাল) ছিল একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ কৃষক-শ্রমিকদের ভাগ্য উন্নয়নের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের একটি প্লাটফরম। সুবিধাবাদী মুনাফাভোগী স্বার্থান্বেষী একটি মহল এটি বুঝতে পেরে এর বিরোধীতা শুরু করে এবং বাকশালের বদনাম করে অপপ্রচার চালায়। একনায়কী স্বৈরাচারী শাসনের জন্য বাকশাল কিংবা রক্ষীবাহিনীর প্রয়োজন হয় না। তাহলে বঙ্গবন্ধু কেন বাকশাল ও রক্ষী বাহিনী গঠন করলেন? এর চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ-এর প্রাণপুরুষ ডাঃ এস এ মালেক। তিনি তাঁর "১৫ আগস্টের প্রতিবিপ্লব ও পরবর্তী বাংলাদেশ" প্রবন্ধে বলেন, আসলে যারাই বঙ্গবন্ধুকে লোভী, ক্ষমতা কুক্ষিগতকারী এবং গণতন্ত্র ধ্বংসকারী হিসেবে অপপ্রচার চালিয়েছে, তারাই ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে, কোন দলের অস্তিত্ব না থাকলেও ক্ষমতায় গিয়ে দল গঠন করে হয়েছে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা। সামরিক উর্দির অন্তরালে স্বৈরতন্ত্র চালিয়েও হয়েছে দেশপ্রেমিক।

বঙ্গবন্ধু হত্যার কারণ ও উদ্দেশ্য:

একাত্তরের পরাজিত শত্রুর প্রতিশোধ স্পৃহা: মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের আন্তর্জাতিক মুরব্বিদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণার পাশাপাশি এদেশের চরম ডান ও বামপন্থীদের দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আমেরিকান গবেষক ও লেখক স্টেনলি ওলপার্টের মতে, 'ভুট্টো দুই বছর ধরে আব্দুল হকসহ মুজিববিরোধীদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য অব্যাহত রাখেন এবং বিনিময়ে ১৯৭৫ সালের আগস্টে ফল লাভ (মুজিব হত্যা) করেন।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি: ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু নতুন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন, তাকে তিনি দ্বিতীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন (সংসদীয় পদ্ধতির স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা), সব দল বিলুপ্ত করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব দল ও সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় দল গঠন, চারটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার অনুমতি, মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নীত করা, জেলা প্রশাসনের দায়িত্বে জনপ্রতিনিধি বা গভর্নর নিয়োগ, সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পল্লী অঞ্চলে হেলথ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা, প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি।

একদিকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং এ অবস্থায় সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠীসমূহের আকণ্ঠ দুর্নীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ড, অপরদিকে কতিপয় চরম ডান ও বামপন্থী সংগঠন কর্তৃক সংসদ সদস্য হত্যাসহ চরম বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের এ কর্মসূচি গহণের পর দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত ফসল ও পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনের তথ্য অনুসারে '৭৪-৭৫ সালে দেশে সামষ্টিক আয়ের প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৬.৫-৭.০ শতাংশ হয়, যেটি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

তারপরও ষড়যন্ত্রকারীরা বাকশাল সম্পর্কে অপপ্রচার চালাতে থাকে এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে বঙ্গবন্ধুর সবটুকু তুলে আনতে পারবা না, কিন্তু এক মহীরুহের ছায়ার মত বঙ্গবন্ধুকে আমি উপস্থাপন করতে চেয়েছি। বিবিসি জরিপে "হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি" এই মানুষটিকে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি" শিরোনামে উপস্থাপনের মধ্যমে ঋদ্ধকরে তাঁর প্রতি আমার সামান্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছি। বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আরও সমৃদ্ধ হউক, এগিয়ে যাক বাংলাদেশ এই কামনা করি।

[লেখক: সহকারী মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি (অপারেশন) বিভাগ ও সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ বিএইচবিএফসি]

ব্যবস্থাপনা পরিচালক বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নে ডকুমেন্টারি প্রচারের উদ্বোধন করেন

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে বিএইচবিএফসি স্টাফ কোয়ার্টারে বৃক্ষ রোপণ

১৫ আগস্ট উপলক্ষ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগীতায় পুরস্কার প্রদান

৫১৫-তম পর্ষদ সভার প্রথমাংশে শোকদিবসের আলোচনা

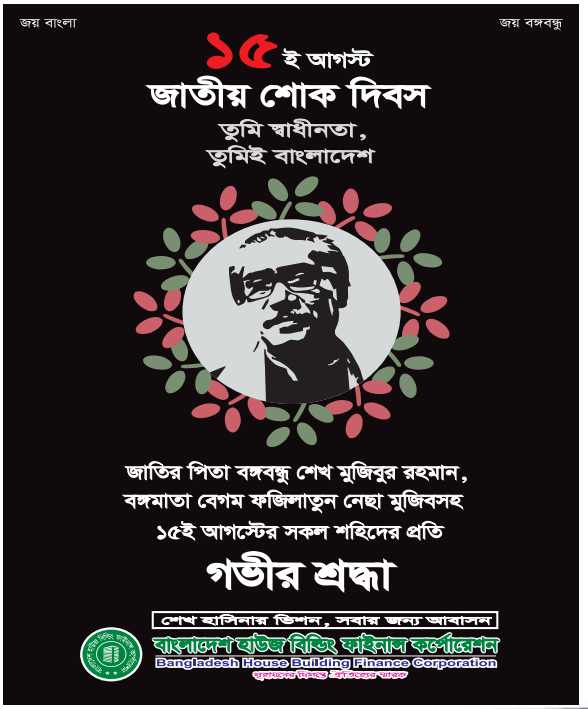

জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৭-তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে 'জাতীয় শোক দিবস-২০২২' এ বিএইচবিএফসি নানা কর্মসূচী গ্রহণ ও পরিপালন করে। এসব কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গত ২০ আগস্ট, শনিবার গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় কর্পোরেশনের পক্ষে জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যদিয়ে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এদিন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ সেলিম উদ্দিন, এফসিএ, এফসিএমএ'র নেতৃত্বে কর্পোরেশনের সদর দফতরের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী এবং অফিসার কল্যাণ সমিতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বঙ্গমাতা পরিষদ ও কর্মচারী ইউনিয়ন বিএইচবিএফসি শাখার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ৪৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল টুঙ্গিপাড়া ভ্রমণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

পর্ষদের অন্যতম পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আফজাল করিম, দুজন পরিচালক যথাক্রমে জনাব অমল কৃষ্ণ মন্ডল (অতি. সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়) এবং জনাব তপন কুমার ঘোষ (সাবেক উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক লি.) প্রতিনিধি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদনে অংশগ্রহণ করেন। বিএইচবিএফসি'র সিনিয়র নির্বাহীদের মধ্যে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব অরুন কুমার চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং সদর দফতরে কর্মরত উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ দলটিতে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতার সমাধি জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের মরহুম ও নিহত সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

পরিদর্শন বই-য়ে মতামত লিখছেন পর্ষদ চেয়ারম্যান

এরপর প্রতিনিধি দলের পক্ষে পর্ষদ চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দুই পরিচালক এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিদর্শন বই-এ স্বাক্ষর করেন। প্রতিনিধি দলটি টুঙ্গিপাড়া থেকে ঢাকায় ফেরার পথে কোটালিপাড়া উপজেলায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু দারিদ্রবিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) পরিদর্শন করে।

গৃহঋণবার্তা
বিএইচবিএফসি'র
বিশেষ প্রকাশনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
মোঃ আফজাল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নির্বাহী সম্পাদক
অরুণ কুমার চৌধুরী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদক
মো. বদিউজ্জামান
উপমহাব্যবস্থাপক
মার্কেটিং এন্ড ডেভে: বিভাগ

সহযোগী সম্পাদক
মো. রফিকুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল অফিসার
ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

শিল্প সম্পাদক
মো. ইমতিয়াজুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার
পিএইচআরডি বিভাগ

প্রকাশনা
পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ
বিএইচবিএফসি, ২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
info@bhbfc.gov.bd, web : www.bhbfc.gov.bd